কবিতা গুচ্ছ

---- মুহাম্মদ সেলিম

পঞ্চম অধ্যায়

- বিক্ষিপ্ত কবিতা -

সূচিপএ

বিড়াল
শান্তি ও যুদ্ধ
ছোট্ট খুকি
আনা আর পাই
নীল
তার দেখা
আমি ঘুমাতে চাই
সানিলা
অসমাপ্ত কবিতা

বিড়াল

সারাদিন রৌদ্দুরে ঘুরে ঘুরে
সাদা লেজটুকু একটু নাড়িয়ে
বসে থাকি আমি শিকারের প্রত্যাশায় -
চড়ুই কিংবা টুনটুনি ধরিবার আশায় ;
কিংবা খাবারের গন্ধ যদি পাই কোন বাসায় ॥

সকাল অথবা দুপুর কিংবা রাত্রির আধারে
খাবারের গন্ধ যদি একবার এসে লাগে
ওমনি দু'থাবা উচিয়ে এসে পড়ি অপর পাতে
খেতে শুরু করি এক নিঃশ্বাসে - দুপুর কিংবা রাত্রির আধারে ॥

যদি ও থাকি আমি দরজার ওপাশে
খাবারের গন্ধ পাই আমি সর্ব প্রত্যুষে
বিনা আমন্তনে আতিথি যে আমি
সকলে যে আমায় দেয় না কোন দাম'ই ॥

তাই শরীরটুকু বাকিয়ে আর লেজটুকু নাড়িয়ে
করে ফেলি নারীদেহে স্পর্শ ;
- যা খাবারের আসনে বসে থাকার কর্ষ ॥

তা দিতে হয় আমায় - প্রতি বার বার
শুধু পাবার আশায় একটু খাবার ॥
তাই দুপুর কিংবা রাত্রির আধার -
আমি ঘুরে ফিরে আসব আবার - প্রতি বার বার ;
পেতে একটু খাবার ॥

শান্তি ও যুদ্ধ

শান্তিতে অগ্রগামী যুদ্ধে উল্লাস ,
ধ্বংসরে প্রফুল্লতায় বিধাতার অভিলাস ॥
সমতার অভিবাদনে অশ্রু সিক্ত
দুঃখীদের দুঃখে সগৌরবে তিক্ত ॥

পিশাচের আরাধনায় ছিলাম ভক্ত
অমৃতের সমতুল্য গবীবের রক্ত ॥

সুন্দরের পূজাতে যদি ইশ্বরের বিশ্বাস
ধনলাভে সুধীজন তবে দিত না আশ্বাস ॥
প্রমআলোকে অকতরে ভাসাইতাম ভেলা
শিশিরের সাথে তবে করিতাম খেলা ॥

ছোট্ট খুকি

বাসা থেকা এক পালাল খুঁকি ,
ঝাকড়া চুলে তার মস্ত ঝুঁটি ;
দু'পায়ে ছিল তার একটি চটি ,
আর হাতে ছিল এক জলের ঘটি ॥

বলেছিল মা আনতে বটি
কাঁটতে গিয়ে একটি পুঁটি ;
চেয়েছিল বাবা তাহার কটি
পরতে গিয়ে তার মাথার টুপি ॥

ধরতে গিয়ে সে প্রজাপতি
মা-কে দিল সে বাবার কটি
আর বাবাকে দিল তার হাতের বটি ॥

তারপর ;
পড়ল পিঠে মোট নয়'টি ;
বাবার লাঠি আর মায়ের বাটি ॥

রাগ করে তাই ছোট্ট খুঁকি
নাড়িয়ে নাড়িয়ে চুলের ঝুঁটি ;
না খেয়ে তাই একটি ও রুটি
ধরতে গেল প্রজাপতি ॥

আনা আর পাই

ষোল আনা , দশ পাই
যেতে যেতে পেতে চাই ॥
দুই আনা , তিন পাই
খাব আমি দুধ-মালাই ।
এক আনা , আধা পাই
পাবে আমার বড় ভাই ।
তিন আনা , সাত পাই
ঘুড়ি আর লাটাই নাই ।
পাঁচ আনা , চার পাই
চার চাকার মোটর চাই ।
বাকি ; তিন আনা সাড়ে তিন পাই
পকেটে পুরে এবার পালাই ॥

নীল

আমার নীল কালিতে ছুঁয়ে থাকা নীল ব্যথা ,
নীল আকাশের নিচে তাই বসে একা ,
ভেবেছিলাম তোমায় নীল শাড়িতে পাব দেখা ,
যখন আধারেতে ঢেকে যাবে দিগন্ত রেখা ॥

কিন্তু সময়ের নীল শিহরণে ,
কলঙ্কের নীলাভরণ আঁচলে নিয়ে ,
তুমি হারিয়ে গেলে সাগরের নীল প্রান্তরে ,
বিষন্ন হৃদয়ে তোমায় নীল চক্ষুর আবেদনটুকু শুধু রেখে ॥

তার দেখা

ক্ষুদ্র আত্তা, গলিত রক্ত
ভালবাসাতে যত পাপ ;
দেবী আর্চনায় দেবতা ক্ষুব্ধ
ভর্সিল এই অভিশাপ ॥

দেবী লাভে তাই ঘুরি বার বার
স্বর্গ-মত্যে'র দ্বোরে ;
ক্ষণকাল পরে তার পাই যদি দেখা
দিবা-নিশি কিংবা ভোরে ॥

আমি ঘুমাতে চাই

আমি ঘুমাতে চাই ,
সূর্য্যের করোজ্জ্বল রৌদ্দুরাশিকে হাতের মুঠিতে আবদ্ধ রেখে ;
- আমি ঘুমাতে চাই।
সমুদ্রমালার উত্তাল তরঙেগ তাল মিলিয়ে
- আমি ঘুমাতে চাই।
হিমাদ্রি শিখার তুষারের দাহে আচছন্ন হিমেলের ন্যায়
- আমি ঘুমাতে চাই।
মরু প্রান্তের তপ্ত বালির বিভীষিকাময়ের মাঝে
- আমি ঘুমাতে চাই ॥

ব্রক্ষামন্ডলের নিশ্চুপ নিটল আচছন্নতার মাঝে
- আমি ঘুমাতে চাই।
নক্ষএমন্ডলির আলোকমালা চুপিয়ে নিয়ে
- আমি ঘুমাতে চাই।
অমাবশ্যার গভীর আধারে অশৌচিদের ভিড়ে
- আমি ঘুমাতে চাই ॥

জল জোৎস্নার চাঁদের ছায়ার হিজল গাছের তরে
- আমি ঘুমাতে চাই।
আলোকরূপী জোনাকীদের ভীড়ে বাঁশ ঝোপেতে
- আমি ঘুমাতে চাই।
ভোরের রাতের শিশির বিন্দুআ সিক্ত মাঠে
- আমি ঘুমাতে চাই ॥

পদ্ম পাতার সুভাস নিয়ে পদ্মলোচনে
- আমি ঘুমাতে চাই।
ভোরের শ্যামা , টিয়ে , হলদে , মাছরাঙাদের ভিড়ে
- আমি ঘুমাতে চাই।
আউশ ধানের সিক্ত মাঠে লুপ্ত হয়ে
- আমি ঘুমাতে চাই ॥

চাষীভায়ের চের্ষ্য মাঠে লাঙগল তুলে
- আমি ঘুমাতে চাই।
দিন মজুরের বলিষ্ট হাতের সুভাস নিয়ে
- আমি ঘুমাতে চাই।
সাম্যবাদীর শ্লোগান দিয়ে ঐকতার মাঝে
- আমি ঘুমাতে চাই ॥

ঐশ্বর্য্যতাকে আমি লুন্ঠন করে দারিদ্রতার মাঝে
- আমি ঘুমাতে চাই।
শোকের সাগর পাড়ি দিয়ে অশোক আলোকে
- আমি ঘুমাতে চাই।
কচুপাতার পাতার জলের শোভার মতো , স্বচছতার মাঝে
- আমি ঘুমাতে চাই ॥

দক্ষিণা হাওয়ুআর পরশের ন্যায় সরষে হরষের মাঝে
- আমি ঘুমাতে চাই।
ভোরের আলোর উজ্জ্বলতার মতো আলোক বিছিয়ে
- আমি ঘুমাতে চাই।
সাঝ সকালের সন্ধ্যা তারার তিমিরের সাথে
- আমি ঘুমাতে চাই॥

অঁজ পাড়া গাঁয়ের চাষার ছেলের হাসির ভীড়ে
- আমি ঘুমাতে চাই।
কালো মেয়ের হৃদয়পটের উজ্জ্বলতাকে ঘিরে
- আমি ঘুমাতে চাই।
লঙকার ঐ রাবণ রাজ্যের যুদ্ধক্ষেত্রে
- আমি ঘুমাতে চাই।
সীতার আগুনের উত্তাপ নিয়ে পরম নিশ্চিন্তে
- আমি ঘুমাতে চাই॥

সানিলা

রুপে আমি অপরুপা , দীঘির জলে পদ্ম ফোঁটা ;
গুনে আমি গুণবতী , দিচ্ছি বিলায়ে জ্ঞণের জ্যোতি।

কিন্তু ;
চার ফুট দুই আমি , গান ভাল জানি
বয়সের দিক থেকে আমি তোমাদের নানি।
Graduation করে আমি যাচ্ছি *Boise ,*
খেতে আমি ভালবাসি আলুর ভাজি ॥
চার ছটাক মাংস আমার শরীর জুড়ে
বর খুজে বের করব দুনিয়া ঘুড়ে।
মুখ ভর্তি দাঁত আমার যদিও তা ময়লা ,
রান্না করি ভাত হয়ে যায় তা কয়লা ॥
এক কান ছোট আমার কথা শুনি কম
বাবা-মায়ের বকুনিতে যাচ্ছে আমার দম।
ছোট্র একটা নাক আমার সবাই ডাকে বুচি ,
বুড়ো বরে নাই তো আমার কোন অশুচি ॥

এবার ;
লোক লোক চেহারার , মাথা ভর্তি টাক ,
আর যদি থাকে দু'দাতে একটু ফাঁক।
আর একটু থাকে যদি পেটে ভুঁড়ি
বয়সের দিআ থেকে গোটা দুই কুঁড়ি।
আর যদি শুধু খায় আলু ডাল পুঁরি
সে বরের নাই কো ভাই দুনিয়া জুড়ি ॥

তাই *Micron* থকে *Motorolla*
দিব পাড়ি তাই ছেড়েছি ভেলা।
দেখবে এবার আমার খেলা
বর জুগিয়ে বসাব মেলা॥
বুড়ো , মোটা , ফোঁকলা , ন্যাড়া ;
বিয়ে করে বর বানাব ভেঁড়া।
পিটাব বরকে দিয়ে হাতের চেলা
সকাল-দুপুর সন্ধ্যা বেলা॥

কিন্তু ;
রাত্রি বেলায় অন্য ছড়া ,
থাকব দুজনা'য় পুষ্পে ঘেরা।
করিব পান অমৃত সুরা ,
বাসব ভাল জগৎ জোঁড়া॥

অসমাপ্ত কবিতা

অদ্ভূদ এই জীবন , অদ্ভূদ এই ভাললাগা
সময়ের দোষে দুষ্ট প্রথিক ,
ব্যথার নয়ন ঝড়ায় বারিধারা ॥

***

সুন্দর সকাল তব দেখিতে না পাই ,
সুন্দর সকাল তব দেখিতে না পাই ;
ফুটে ফুল শয্যা পাশে , করিয়া অবহেলা - কষ্ট তুলিতে যাই ॥

***

রাত্রির বিজাবণে বিষন্ন এই মন ,
রাত্রির বিজাবণে বিষন্ন এই মন ;
পাইয়াও তোমারে আমি কভু করি নি আপন ॥

***

সন্ধ্যায় মালতী তব জুঁই সমারহে
রাজহংস সহগে মাধবীলতা কুঞ্জ বিহরণে ॥

***

সুন্দর আকাশ রাত্রিরে ছড়ানো আলোয়
তুমি বহুদূর ,
অর্ধেক নপংশুক আর অর্ধেক সুর ॥
টানিয়া আঁচল আলতো ছোয়ায় ,
আকিয়া চুম্বন অধরের কোনায় ,
বলিলাম তব ; ক্ষমা কর আমায় ॥

***

অমাবশ্যার রাতে ,
কেউ হেটে , কেউ বা উড়ে ,
কেউ বা আবার গাব গাছের ডাল ঝুলে ,
কেউ বা আবার চৌদ্দহাটির রূপসা নদী ঘুরে ;
বসল সভা ভুতেতে ভরা ॥

***

সুন্দর একটি স্বপ্ন , যেথায় প্রকৃতি তোমায় নত ;
আকাশ জোড়া মেঘ , ছায়া দিচ্ছে অবিরত ।
যোজনব্যাপী দূরত্ব , যেথায় সবাই তোমার ভক্ত ;
আর আমি , অসংখ্যের ভিড়ে তোমারই এক অভিশপ্ত ॥

***

বিয়াস - তৃষ্ণিত পুরূষের আশ্রয় তুমি ,
তৃষ্ণিত রক্তের উষ্ণতা ॥

***

ভালবাসা তুমি এক মিথ্যে আশ্বাস ;
ভালবাসা তুমি এক অন্ধ বিশ্বাস ॥
হে প্রভু ;
ত্তাণ দাও মোরে , বোধ দেও -
বুদ্ধি দাও মোরে বুঝিবার - বিভেদরেখার ;
- অশ্লিলতা হইতে শৈল্পিকতার ॥

***

স্বার্থক তুমি হে নারী ;
কোমল, পুষ্প , আদ্র , উষ্ণ - সুমিষ্ট তোমার বারি ॥

***

হে নারী ;
তোমার উষ্ণ অধরের তৃপ্ত স্পর্শ ; দিও এই জগৎ নাথকে ॥

***

হে নারী ;
বিধাতার আর্শীবাদে তোমরা উষ্ণিত ;
স্বর্গের মাধুর্য্যে তোমরা সিক্ত।
সাগরের অতলের ন্যায় তোমরা অস্পর্শিত ;
পবর্ত চূড়ের শুভ্রের ন্যায় তোমরা দন্ডিত ॥
সফেদ তুষারের ন্যায় তোমরা কোমলিত ;
পদ্মের সুভাসের মতো তোমরা পুষ্পিত ॥

***

হে নারী ;
তুমি এত উষ্ণ কেন ?
বিধাতার কোন আর্শীবাদে তুমি সিক্ত ??

***

দেবী কণিকা ;
কল্ললবাসীনী , সুভাসীনী হৃদয়ের ধ্বনিকা
রূপোজ্জ্বল রূপসোরনীর অপ্সারিকা
কুমারী তনুর অবিশ্বরনীর অমৃতধারীকা
হৃদয়ের মণিকা , তুমি আমার'ই কণিকা ॥

***

আমি উজ্জ্ব , ভাঙিগয়া নূজ্য ;
রাখিয়া কোমল ভোজ্য , হইলাম তাহারই ত্যাজ্য ॥

***

করিতে ব্যক্ত , ইহার অর্থ ;
যাহা যথার্থ ॥
এই অধম , অক্ষম ; করিতে ইহার আলোচন ,
গুরূজনেরা আছেন এখানে ;
করিবেন ইহার সঠিক সমীআরণ ॥

***

হে যুবক ,
ধরনী যে তোরে ডাকিতেছে আজ ;
মূল্য দিয়ে পরাব তাকে তাজ ॥

***

আমি লুপ্ত , রক্তের পিপাসায় আমি সুপ্ত ।
রাক্ষস প্রবল পিপাসা আজি - মিটাতে আমি নুপ্ত ॥
আমি লুপ্ত ॥

***

পর্বত প্রবল আধার নিয়ে , ধ্বংসিব সব সুখ-ত ;
আমি গুপ্ত ; আমি লুপ্ত ॥

***

তুমি চেয়েছিলে ভোরের আলোয় কয়েক ফোঁটা অশ্রু ,
রাত্রির আধারের স্তব্ধ আনন্দ ;
দিগন্তের প্রাচীরের কয়েক ফোঁটা আর্তনাথ ;
শশ্মাণ ঘাটে একটি ছোট্ট নীড় ;
মহুয়ার বাতাসে একগুচ্ছ কালো ধোঁয়া ॥

***

পর্বত শৃঙগ ;
দাড়িয়ে আছ তুমি অঢেল নিবাক দৃষ্টিতে
দেখিতেছ তুমি মানুষের খেলা
যাদের প্রতি করিতেছে প্রকৃতি অবহেলা ॥

***

মানুষেরে চলে যেতে হয় ,
মানুষেরে আসিতে হয় ফিরে ;
স্বাসত ধাত্রীরূপী ধরনীর ত'রে ॥

***

বেলা বয়ে গেল , ঘাটে নাহি জল
সন্ধ্যা মালতি কোথা গেল বল ॥

***

আলোকে রাখিয়া আধারে'কে ডাকি
সুজনেরে ফেলিয়া কুজন।
তোমারে লইয়া স্বপন দেখি
মিছে গড়ি আপন ভুবন ॥

***

ইশ্বরের ঐদ্দিলারে বিকায়ে সকাতরে
স্ববস্ব ছাপিলাম আমি তব তোমার চরণে
তবুও ভিক্ষা নাহি পাই ॥

স্বপ্ন রাখিয়া তব
পরাইব মালা -
তোমার বাহুডোরে ॥

***

কবিতা লেখা বাদ, গল্প লেখা বাদ, বিলাসীতা বাদ;
বিষন্নতা সম্বল, আনন্দে হত্যা, ক্ষমাশীলতায় পাপ ॥

***

সুন্দরতম হে তুমি, সুন্দর তব -
মিশ্র সংসারে রোপণ অমিশ্র ভব ॥

***

পাপিষ্ঠা'র প্রাণজয়তায় প্রফুল্ল প্রাবণ
বিদিশার বিষন্নতায় বিলাসিত বন
আপনার অন্তর অন্বেষেতায় আপন
মিশ্র মহাউল্লাসে মনীষা'র মণণ ॥

***

কী নাম দিয়া আমি
কী নামে তোমারে ডাকি ,
পলাশ ফুলের গন্ধ মাখি
আদরটুকু রইল বাকি ॥

আমি কাহাকে ভালবাসি -
কাহার কথায় কাঁদি আর হাসি;
আমি কী তোমাতে'ই ভালবাসি ॥

***

তোমাকে দেখিয়া তব আত্তনার্থ রবে -
সুপ্ত ভালবাসা উথলিয়া উঠে ॥

***

দেব ধ্বংস করিয়া সর্মাপন,
দেবী চরণে করিব বির্সজন ॥

***

সুন্দর রজনীর -
সুন্দর আকাশ।
সুন্দর রমনীতে -
সুন্দরতম হতাশ ॥
তাই আমার ভালবাসা -
জলেতে ভাসা; রাত্রির কান্না ॥

***

কদম গাছের হলদে ছাদে
মাথার উপর করে চর-চর ;
ভুতের রাজা কদম ভুত
গায়ে উঠল জ্বর-জ্বর ॥

***